বাংলা অন্ধকারে জয় ফুটবলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

শেষপর্যন্ত এবারও কলকাতায় এল না আই লিগ ট্রফি। অনেক আশা জাগিয়ে শেষদিন পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা রেখেও ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। আর মোহনবাগানের তো বহুকালই নিজেদের হাতে ছিল না চ্যাম্পিয়নশিপ ভাগ্য। বরং সদ্য হাঁটি হাঁটি পা পা-এর সদ্যোজাত মিনার্ভাই ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল আই লিগ।

ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হবে, এমন ভরসা সম্ভবত সমর্থকদেরও ছিল না। তাই চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচেও যুবভারতী থেকে গেল শূন্যই। আসলে শিলংয়ে গিয়ে লাজং ম্যাচ ড্র করতেই যাবতীয় আশা শেষ হয়ে যায়। যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তার উপর ভরসা রাখার সাহস পাচ্ছিলেন না অতি বড় লাল-হলুদ সমর্থকরাও। ১৪ বছরের খরা কাটিয়ে ওঠা যেমন সম্ভব হল না তাদের, তেমনি সান্ত্বনা একটাই --চ্যাম্পিয়ন হল না চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানও। বাংলার ফুটবল যে তলানিতে এসে ঠেকেছে তা কিন্তু আইএসএলে এটিকের ৯ নম্বর হওয়া বা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের তিন ও চারে শেষ করার মধ্যেই স্পষ্ট। এবার ভারতীয় ফুটবলে নতুন চ্যাম্পিয়নের নাম মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি। জেসিটি চলে যাওয়ার পরে পাঞ্জাব থেকে ফুটবলার সরবরাহ বন্ধ না হলেও ক্লাব দল বলে আর কিছু ছিল না, সেখানেই হঠাৎ যেন মিনার্ভার হাত ধরে ফুটবলে বসন্তের আনাগোনা। শুধু তারাই নয়, প্রথমবার খেলতে এসে চমকে দিল নেরোকাও। মণিপুর থেকে প্রথম কোনও আই লিগ ক্লাব। এবং প্রথম সুযোগেই রানার্স। এই বা কম কী? ভারতীয় ফুটবলের অন্ধকার দিগন্তে সোনালি রেখা তো এরাই।

ফুটবলীয় দক্ষতা, উত্তেজনা, আগ্রহ থেকে দর্শকসংখ্যা সবেতেই কিন্তু এবার আই লিগ অন্তত ৫ গোল দিয়েছে আইএসএলের জাঁকজমককে। আর এখানেই বোধহয় জয় ফুটবলের

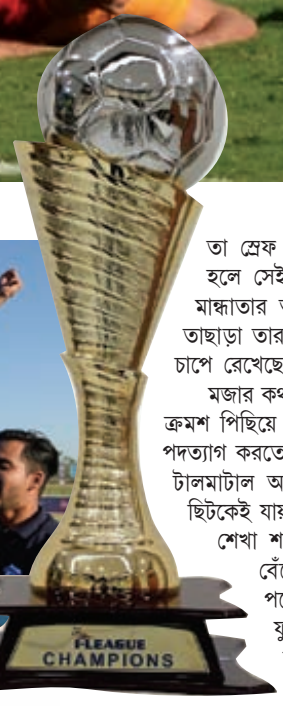

অথচ এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তাটা ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের কাছে সহজ হবে এ কথাই মরশুমের শুরুতে মনে করা হয়েছিল। কারণ ভারতীয় তারকা ফুটবলারদের আইএসএলের দলগুলিতে চলে যাওয়া। তাঁরা সে সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। কিন্তু সেসময় সত্যিই মনে হয়েছিল, বাকিরা কোনো দলই গড়তে পারেনি। ভারতীয় ফুটবলে অল্প হলেও নাম আছে অথচ যারা আইএসএলে সুযোগ পাননি বা সেসময় দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই কিন্তু ইস্ট-মোহনে নাম লেখান। ফলে কাগজে-কলমে কলকাতার দুই প্রধানের থেকে বেশি শক্তিশালী অন্য কোনো দলকে লাগেনি। সেখানে মিনার্ভা, লাজং, আইজল, চার্চিল, গোকুলাম, চেন্নাই সিটি এফসির মতো দলগুলি নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে স্থানীয় ফুটবলার নিয়েই দল গড়ে। সে সময় জার্মানপ্রীত সিং, উইলিয়ামস, সুসেইরাজের নাম সম্ভবত এদেশের ফুটবলের খবরাখবর যারা রাখেন তারা কেউই শোনেননি। কিন্তু লিগ এগোতেই দেখা গেল কাগজ-কলম এবং বাস্তবের মধ্যে প্রচুর তফাত। আই লিগ জয়ী কোচ খালিদ জামিলকে জামাই আদর করে নিয়ে এসেছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসেন আইজলেরই আমনার মতো নজরকাড়া বিদেশির সঙ্গে বেশ কিছু ফুটবলারকে। যাঁরা কলকাতা লিগে এসে দাপিয়ে খেললেন। কিন্তু তার সঙ্গে আই লিগের তফাত শুরুতেই টের পেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে আইজলের কাছে আটকে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় ম্যাচ ডার্বি থেকেই সেই যে মুখ থুবড়ে পড়া শুরু হল, তা শেষ হল লিগে চার নম্বর হয়ে।

মাঝে কিছু ম্যাচ জিতলেও তাতে খালিদ জামিলের কৃতিত্ব কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। এক ফুটবলার বলছিলেন,'আমরা যেটুকু খেলেছি তা স্রেফ নিজেদের কেরিয়ারের তাগিদে।' এরকম মানসিকতা হলে সেই দলের ভালো ফলের আশা কি করা উচিত? তার মান্ধাতার আমলের কোচিং স্টাইল নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ। তাছাড়া তার সন্দেহবাতিক মানসিকতা, স্নায়ুর চাপে ভোগা, সবই চাপে রেখেছে দলকে।

মজার কথা হল, দুটি ডার্বি জিতেও বহু আগেই লিগের লড়াইয়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়া শুরু মোহনবাগানের। ৬ নম্বর ম্যাচের পরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন সঞ্জয় সেন। শংকরলাল হাল ধরে প্রাথমিক টালমাটাল অবস্থা সামলাবার আগেই লিগের লড়াই থেকে প্রায় ছিটকেই যায় মোহনবাগান। কিন্তু সঞ্জয়ের কাছে ম্যান ম্যানেজমেন্ট শেখা শংকরলাল পরের দিকে দিব্যি দলটাকে একটা বাঁধনে বেঁধে ফেলায় শেষটাও খুব খারাপ হল না মোহনবাগানের পক্ষে। আসলে ফুটবল যে বস্তাপচা ধ্যানধারণা এবং সঠিক ফুটবলার চয়ন ছাড়া হয় না, তা এবার দুই দলের ব্যর্থতা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

৮ তারিখ আই লিগের শেষ পর্যায়টা ছিল যথেষ্টই উত্তেজক। দেশের তিন প্রান্তে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়ছে চার দল, নিশ্চিতভাবেই এই টানটান উত্তেজনা ভারতীয় ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছে। যে আই লিগকে ব্রাত্য করতে এবার উঠেপড়ে লেগেছিলেন ফেডারেশন কর্তারা, তাঁদেরও কিন্তু এবার যোগ্য জবাব দিয়েছে প্রতিটি ক্লাবই। ফুটবলীয় দক্ষতা, উত্তেজনা, আগ্রহ থেকে দর্শকসংখ্যা সবেতেই কিন্তু এবার আই লিগ অন্তত ৫ গোল দিয়েছে আইএসএলের জাঁকজমককে। আর এখানেই বোধহয় জয় ফুটবলের।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান-- 'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল: kheltekhelteubs@gmail.com